ব্রেন টিউমারের অত্যাধুনিক অস্ত্রোপচার এবার কলকাতায়

রাতুল দত্ত

৫৫ বছরের শুভ্রা দে-কে নিয়ে পরিবারের লোকজন যখন হাসপাতালের দরজায় পৌঁছেছেন, চিকিৎসকেরাও জানেন না পরদিন অস্ত্রোপচারের সময় কলকাতার বুকে ইতিহাস তৈরি করতে চলেছেন তাঁরা। পূর্ব কলকাতা বাইপাসের ধারে মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অতি সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে ব্রেন টিউমার অস্ত্রোপচার করে নজির তৈরি করলেন চিকিৎসকেরা। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস) পদ্ধতিতে খুব অল্প সময়ে এই ধরনের ব্রেন টিউমার অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি কলকাতার যে কোনও সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে এই প্রথম বলে এই হাসপাতালের চিকিৎসকদের দাবি। চিকিৎসা পরিভাষায় যে অপারেশনের নাম 'নিউরো নেভিগেশন গাইডেড টিউমার সার্জারি'। মূল দায়িত্বে ছিলেন চিকিৎসক সুনন্দন বসু। সঙ্গে পেয়েছেন কৌশিক শীলের মতো তরুণ স্নায়ু শল্য বিশেষজ্ঞ, অ্যানাস্থেসিস্ট ডাঃ কল্লোল দেবকে। এ বছরের ১৪ এপ্রিল এই হাসপাতাল চালুর পর থেকে এ ধরনের বেশ কয়েকটি অস্ত্রোপচার হলেও চিকিৎসকদের মতে, এদিনের অস্ত্রোপচারটি ছিল বেশ জটিল। এ জন্য কিছুদিন আগে আনা হয়েছে 'ব্রেন ল্যাব' নামে দেড় কোটি টাকা দামের একটি যন্ত্র। যন্ত্রটির কার্যকারিতা সম্পর্কে ডাঃ সুনন্দন বসু জানালেন, এতদিন ব্রেন টিউমার অস্ত্রোপচার করতে গেলে মাথার ঠিক কোথায় টিউমার হয়েছে তা জানার পরেও মাথার হাড় অনেকটা কেটে তবে টিউমারটির সঠিক জায়গায় পৌঁছতে হত। সময় লাগত প্রায় ৩-৪ ঘণ্টা। রক্তক্ষরণ তুলনামূলক বেশি হওয়ায় জীবনশঙ্কা ছিল বেশি। ব্রেন ল্যাব ব্যবহার করায় দেড় ঘণ্টায় সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে সিজার করে বাচ্চা হওয়ার পর শুভ্রাদেবী পড়ে যান। তখনই মাথায় ও গায়ে কয়েকটি জায়গায় চোট লেগে রক্ত জমে যায়। এর পর মাঝেমধ্যেই মাথা ঘুরত। বাড়ির লোকেরা কিছুদিন আগে রাতে হাসপাতালে নিয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে এম আর আই এবং স্ক্যান করানো হয়। তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পরদিন ব্রেন ল্যাব ব্যবহার করে খুব তাড়াতাড়ি টিউমারটিকে সরানো হবে। করা হয় এম আর ট্র্যাকটোগ্রাফি, যার অর্থ কথা বলার বা চোখে দেখার স্নায়ুগুলি এই টিউমারের মধ্যে দিয়ে গেছে কি না তা দেখা। ডাঃ কৌশিক শীল জানান, এক্ষেত্রে কোনও স্নায়ুই টিউমারের মধ্য দিয়ে যায়নি। অস্ত্রোপচার করার ও টিউমার সরানোর পর যে ফাঁকা অংশে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, সেখানে ব্যবহার হয়েছে ফ্লোসিল। উপস্থিত থাকতে না পারলেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন হাসপাতালের ভাইস চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় প্রধান ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ ত্রিপাঠী। বিদেশে এরকম প্রায় ৩০০টি অস্ত্রোপচার করে সম্প্রতি এদেশে এসে এই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ডাঃ সুনন্দন বসু। বলছিলেন, বিদেশে শেখা এ ধরনের অস্ত্রোপচার যত এদেশের মানুষের কাজে লাগবে আনন্দ পাব। যেখানে মাথার বেশ গভীরে ব্রেন টিউমারটি রয়েছে বা টিউমারটি এতই ছোট যে, অনেকটা কেটে অস্ত্রোপচার করলেও ছুরি-কাঁচি পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে এই আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে নতুন পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করা উচিত। অপারেশনের সময় এসেছিলেন ভিক্টর ব্যানার্জিও। টিউমারটি বায়োপসির জন্য পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমা ভান বলেন, অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা কলকাতার মানুষের হাতে তুলে দিতেই আমরা মেডিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাব।